নাফ নদীর ওপারে

রোহিঙ্গা জাতির অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

আসাদ পারভেজ

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশন

প্রকাশকের কথা

নাফ নদীর ওপারে চলছে এক নিষ্ঠুর বর্বরতা। সামরিক জান্তা নিয়ন্ত্রিত অং সান সুচি'র তথাকথিত নির্বাচিত সরকার আরাকানে কেয়ামতের আগেই যেন নামিয়েছে আরেক কেয়ামত। এ যেন রক্তপিপাসুদের রক্তোৎসব। এটা আরাকানের মুসলিম জাতিসত্তাকে নির্মূলের পরিকল্পিত গণহত্যা। শিশুদের হত্যা করে বুনো উল্লাসে মেতে উঠছে বৌদ্ধদের সন্ত্রাসবাদী দল। নিরস্ত্র যুবকদের ধরে ধরে নির্মমভাবে হত্যা করা হচ্ছে। নারীদের গণধর্ষণের পর হত্যা করা হচ্ছে। লাখো বনি আদম জন্মভূমি ছেড়ে বাংলাদেশে এসে মানবেতর জীবনযাপন করছে। একুশ শতকের পৃথিবীতে এমন এক নারকীয় তাণ্ডব দেখে ভাবতে হয়, পৃথিবীর বয়স বাড়ছে; পাল্লা দিয়ে পাশবিকতাও বেড়ে চলছে। কোনো কিছুতেই থামছে না বর্বর বর্মিজ বাহিনী। রক্ত নদীতে গোসল করেও তাদের রক্ত পিপাসা মিটেনি। বিশ্ববাসীর সকল অনুরোধ-আবেদন উপেক্ষা করে তারা এই রক্তখেলা অব্যাহত রেখেছে।

শিক্ষায় অনগ্রসর রোহিঙ্গা জাতি তাদের উপর চলমান ক্র্যাকডাউনের একাডেমিক ডকুমেন্টস তৈরি করতে পারেনি, অদূর ভবিষ্যতে পারবে বলেও মনে হয় না। বাংলাদেশের প্রতিবেশী এই মজলুম মানুষদের উপর চলা ইতিহাসের নিষ্ঠুর নির্যাতনের রেকর্ড সংরক্ষণ করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। মূলত সেই দায় থেকেই তরুণ লেখক আসাদ পারভেজ লিখেছেন '*নাফ নদীর ওপারে: রোহিঙ্গা জাতির অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ*' গ্রন্থ। আজ থেকে ৫০০ বছর পরের প্রজন্মও যেন বইটি পড়ে বুঝতে পারে একুশ শতকের শুরুর দিকে কীভাবে রোহিঙ্গাদের নির্মূলের ঘৃণ্য তৎপরতা চালানো হয়েছে। একই সাথে বর্তমান প্রজন্মেরও রোহিঙ্গাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে সম্যক জ্ঞান থাকার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। বইটি রোহিঙ্গাদের জানতে একটা পূর্ণ প্যাকেজ হিসেবে বিবেচিত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

সম্মানিত লেখক আসাদ পারভেজ ভাই বইটি লিখতে অনেক পরিশ্রম করেছেন। রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ঘুরে ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করেছেন, রোহিঙ্গা নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাত করেছেন, দেশি-বিদেশি জার্নাল ও বই পড়েছেন। আমরা লেখকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আরাকানের মজলুমদের মুক্তি নিশ্চিত হোক, এই প্রত্যাশায়...

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
০৬ মে, ২০১৮
বাংলাবাজার, ঢাকা।

লেখকের কথা

পৃথিবীর ইতিহাস এক অজানা রহস্যে ঘূর্ণায়মান। সত্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পেছনে কালে কালে ধর্ম ও মহামানবদের আগমন ঘটেছিল। বর্তমান পৃথিবীর সকল গবেষণায় প্রমাণিত যে, নবি মুহাম্মদ (সা) পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব। তাঁরই প্রতিষ্ঠিত এক স্রষ্টাবাদী ধর্ম ইসলামের অনুসারীরা মুসলমান হিসেবে সুপরিচিত। অতি নিকটবর্তী সময়েও এই মুসলমান জনগোষ্ঠী জ্ঞান-বিজ্ঞান-ন্যায়বোধ ও সমরশক্তিতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে শান্তিতে স্থায়ী ছিল।

মুসলমানদের জাতির পিতা ইব্রাহিম (আ)-এর অনুসারী হিসেবে খ্যাত আরও দুইটি জাতি রয়েছে, তারা হলো-খ্রিষ্টান ও ইহুদি। যাদের অতীত অস্তিত্ব স্বীকার করে ইসলাম। কিন্তু ইসলামের আগমনে তাদের বিলুপ্তিও কামনা করে ইসলাম। আবার সকল ধর্মের স্ব-অবস্থাও বিশ্বাস করে ইসলাম। এটি প্রত্যাশার সাথে বাস্তবতার সামঞ্জস্য রেখে স্রষ্টার শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

বিপরীতে খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে বিকাশ প্রাপ্ত বৌদ্ধ ধর্ম। যে ধর্মটি মূলত কোনো স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রচার করে না এবং স্বীকারও করে না। নেপালের কপিলাবস্তুতে খ্রিষ্টপূর্ব ৫৬৩ সনে জন্মলাভকারী গৌতমের শিক্ষাদর্শন থেকে এই ধর্মমতের উৎপত্তি। আস্তিকতা দর্শনের কতিপয় ধারণা যেমন সৃষ্টির মতবাদ, আত্মার অবিনশ্বরতা, শেষদিনের বিচার, বিশ্বাস ইত্যাদি প্রচার করে না এই ধর্মতত্ত্ব। এটি বস্তুত একটি আধ্যাত্মিক পথ এবং প্রজ্ঞা ও নীতিবিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি জীবন দর্শন।

সত্যিকথা বলতে বৌদ্ধবাদ কোনো ধর্মতত্ত্ব হতে পারে না। এটি শুধুমাত্র এক দর্শন। যা মানব জীবনের ইহজগতের ক্লেশ ও দুঃখ-কষ্ট সংক্রান্ত সমস্যার শিক্ষা দেয়।

এই দর্শনের প্রবক্তা বুদ্ধ শিক্ষা দেন যে, দুঃখ-কষ্ট লাঘবের একমাত্র উপায় নির্বাণ অর্জন অর্থাৎ দুঃখ সৃষ্টিকারী ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষায় বিনাস সাধন। আর তার জন্যে তিনি আটটি উপায়ে নির্বাণ লাভ করার কৌশল শুধু প্রচার করেছেন–সঠিক অনুধাবন, সৎপ্রতিজ্ঞা, সত্যবাচন, সৎকর্ম, সৎজীবন, সঠিক প্রত্যয়, সৎচিন্তা ও একাগ্রচিত্ততা।

পৃথিবীর মানব সমাজ যখন অন্ধকারে দিশেহারা সে সময় ৫৭০ সালে জন্ম নেয়া মহামানব নবি মুহাম্মদ (সা.) ৬১০ সনে আরবের বুকে এক স্রষ্টাবাদী মহান আল্লাহর পাঠানো পথের কথা প্রচার শুরু করেন। যে পথ সে সময়কার অন্ধকার দূর করে পৃথিবীকে করেছিল আলোকিত। সে পথের অনুসারীদের সাথে পৃথিবীর অসংখ্য ধর্মবিশ্বাসী আস্তিক ও নাস্তিক জনগোষ্ঠীর বসবাসে হৃদ্রতা ছিল। তার কারণ ছিল মুসলমানদের বিজিত সময়ের সমর শক্তি কিন্তু আজ যখন মুসলমান এই জনগোষ্ঠীর সমরশক্তি হ্রাস পায় তখনই পৃথিবীর বুকে মানবসৃষ্ট অপরাধ গ্রাস করতে থাকে তাদেরকে।

ইরাক থেকে আফগানিস্তান, কাশ্মীর থেকে ফিলিস্তিন বসনিয়া-চেচনিয়া থেকে আরাকান সর্বত্র তারা-আজ নির্যাতিত। আমার এই বইটির প্রতিপাদ্য বিষয় মুসলিম জনগোষ্ঠীর ইতিহাস।

বর্তমান বিশ্বে মানবাধিকার এক আলোচিত বিষয়। এটি এখন শ্লোগানই নয়, এক আর্দশিক মতবাদও । পৃথিবীর কার্যক্রমে রাজনৈতিক মতাদর্শের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী এর আবেদন। এক শ্রেণির মানুষের মুখে এর জয়গান চলছেই, কিন্তু মানুষের ওপর মানুষের নিপীড়ন-নির্যাতন ও অবিচার কোনোক্রমেই বন্ধ না হয়ে বেড়ে চলছে।

হাজার হাজার বছরের ইতিহাস সমৃদ্ধ জাতি আরাকানিরা। তাদেরই জাতিগোষ্ঠীর জনগণ ৬১০ সন পরবর্তী সময়ে সত্য ধর্ম ইসলামের প্রচারিত আহবানে এই ধর্মের অনুসারী হয়। অতঃপর হাজার বছরের অধিক সময় ধরে মুসলমানরা আরাকানে বসবাস করে আসছে।

১৭৮৪ সনের ডিসেম্বর ৩১ তারিখে বার্মার রাজা কর্তৃক স্বাধীনতা খর্ব পরবর্তী তাদের জীবন থেকে সুখ নামের অচিন পাখি হারিয়ে যায়। অতঃপর ১৮২৪ সনে ব্রিটিশ কর্তৃক জীবনের নব হরণ পরবর্তী ১৯৪৮ সনে আবারও বার্মার অধীন স্বাধীনতা ভুলণ্ঠিত। এরই পরবর্তী সময়ে জীবন হয়ে উঠে তাদের এক অগ্নিকুণ্ড।

বার্মার সামরিক ও বেসামরিক প্রতিটি সরকারই তাদের ওপর নতুন করে শুরু করে নির্যাতন। সেই নির্যাতন কালক্রমে চলতে থাকে–১৯৫৮, '৭৮, '৯২, ২০১২, '১৬ ও '১৭ সালে। আর এতে সৃষ্টি হয় মানবসৃষ্ট দুর্ভিক্ষ। জীবন বাঁচাতে নির্যাতিত এই মানুষগুলো শরণার্থী হয়ে পাড়ি জমায় বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বহু দেশে। ২০১৮ সনে এসে শুধু বাংলাদেশে তাদের সংখ্যা প্রায় সাড়ে বারো লক্ষ।

তামাম পৃথিবী আজ এই জনগোষ্ঠীকে পৃথিবীর সবচাইতে নির্যাতিত জনগোষ্ঠী হিসেবে ঘোষণা করছে। এরপরও আমাদের মানবতার চোখ ঘুমিয়ে আছে। আমরা দক্ষিণ আফ্রিকার

কালো মানুষদের ওপর অত্যাচার ও নির্যাতন নিয়ে যতটা ভেবেছি, তার চেয়ে কম শঙ্কিত হয়েছি আরাকানের মুসলিম নিধন নিয়ে। বিষয়টা হলো-ঠিক যেন নিজ ঘরের কাজের লোকটিকে অবহেলা করে অন্যের ঘরের বউয়ের অধিকার প্রতিষ্ঠার মতো ব্যাপার।

আমরা চীন ও রাশিয়ার কমিউনিজম নিয়ে ভাবনায় থাকি। আমরা আমেরিকা ও ইউরোপের গণতন্ত্রের কথা ভেবে আনন্দ পাই। আবার মধ্যপ্রাচ্যের রাজতন্ত্রের গুণকীর্তন করি কিন্তু আমাদের হাতে সময় নেয় পাশ্ববর্তী দেশের ভাগ্যহত জনগোষ্ঠীর কথা ভাববার।

সত্যিকারার্থে মানবাধিকার নিয়ে এত বেশি রাজনীতি, কূটনীতি ও ব্যবসানীতি করে আজ আমরা মানবাধিকারকেই বিপন্ন করে তুলেছি। পৃথিবীর প্রায় সব দেশের সীমান্তে একই জনগোষ্ঠীকে সীমান্তের দুপাড়ে বসবাস করতে দেখা যায়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, তারা এক দেশের নাগরিক। ভারত অঞ্চলে যারা নাগা তারা কিন্তু মিয়ানমারে কাচিন। ভারতে যারা মিজো নামে পরিচিত, মিয়ানমারে একই জনগোষ্ঠী সীন জাতি নামে পরিচিত। মিয়ানমারে শান জাতির এক অংশ থাই সীমান্তের অভ্যন্তরে থাই জাতি হিসেবে পরিচিত। ইতিহাসে মগ নামে পরিচিত জনগোষ্ঠী আরাকানে রাখাইন নামে পরিচিত, যাদের অনেকেই বাংলাদেশে মারমা নামে পরিচিত। তাহলে বাংলা ভাষাভাষী লোক কেন আরাকানে থাকতে পারবে না।

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী কোনোক্রমেই বাংলা ভাষায় কথা বলে না। তাদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি রয়েছে। কেবল নিজেদের ঢঙের উচ্চারণের সাথে চট্টগ্রামের ভাষার মিল রয়েছে। বার্মা সরকার যেভাবে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে আরাকান থেকে নিশ্চিহ্ন করার প্রয়াসে পরিকল্পিত অত্যাচার ও নিধনযজ্ঞ চালাচ্ছে, তার প্রতিবাদ না করে আমরা যদি বিষয়টিকে তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে চালিয়ে দিই। তাহলে ভবিষ্যতে আরাকানে আর কোনো রোহিঙ্গা মুসলিম জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব থাকবে না।

মানবসৃষ্ট এই বিশাল শরণার্থীদের অধিকার নিয়ে কথা কেউ না কেউ বলতেই হবে। শরণার্থীদের প্রত্যাবাসনের দায়িত্ব পালন করতে হয় যে দেশে আশ্রয় নেয় সেদেশকে। অবশ্যই আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর দায়দায়িত্বও অধিক হারে থাকে।

কারা রোহিঙ্গা এবং কেন এই সমস্যা? মিয়ানমারের সামরিক সরকারের নয়া নাগরিকত্ব আইন দ্বারা রোহিঙ্গা মুসলমানদের অধিকারসমূহ বাজেয়াপ্তকরণ, ভূসম্পত্তির অধিকার তথা মৌলিক সকল অধিকার কেড়ে নিয়ে তাদের করছে শরণার্থী। তাদেরকে এত বেশি নিপীড়ন ও নির্যাতন তথাপি নিধন করছে, যাতে তারা বাধ্য হচ্ছে দেশত্যাগ করতে।

এই জনগোষ্ঠীর অতীত ও বর্তমান ইতিহাস ও নির্যাতিত জীবন নিয়ে অনুসন্ধান করতে নেমে যেসব তথ্য পেয়েছি। তাই লিপিবদ্ধের কারণ হয়েছে এই বইতে।

বইটির গবেষণা কাজে যারা আমাকে খুবই মূল্যবান সময় ও মেধা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি আমি মেধা ঋণে কৃতজ্ঞ। এ সময়ে মানসিক দিক থেকে সহযোগিতা করে যাওয়ার জন্য আমার প্রাণ প্রিয় নাতি মো. আবিরসহ পরিবারের প্রত্যেক সদস্যকে হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে স্মরণ করছি। তা ছাড়া বইটি জনগণের পড়ার উপযোগী করে প্রকাশ করার জন্য *গার্ডিয়ান পাবলিকেশ*-এর প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

বিশেষ করে স্মরণ করছি আমার মা-বাবাকে। যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও দোয়ার বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা আমাকে আজকের জায়গায় এনেছেন। এই বই থেকে আমি লেখকের অর্জিত আয়ের একটি অংশ সুরুজ মিয়া ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে সমাজের কাজে ব্যয় করব। ইনশাআল্লাহ

ভূমিকা

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত বার্মা রাষ্ট্রের আরাকান প্রদেশ। যদি ২০১৭ সালের আগস্ট মাসের পর পর বিপর্যস্ত রোহিঙ্গা মানুষগুলো পানির বানের মতো বাংলাদেশে না আসত, তাহলে আমরা কতটুকুবা আরাকানের (বর্তমান রাখাইন) রোহিঙ্গাদের সম্পর্কে সচেতনভাবে জানতাম? মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী আরাকান প্রদেশে যে গণহত্যা এবং জাতিগত নিধন প্রক্রিয়া চালাচ্ছে সেটা সুপরিকল্পিত এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত। এরূপ নিকৃষ্ট কার্যকলাপ মিয়ানমার সরকার অতীতেও করেছে এবং রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বাংলাদেশে অতীতে এসেছে। কিন্তু অতীতে এই ঘটনাগুলো বাংলাদেশের সচেতন নাগরিক সমাজের দৃষ্টিতে পাকাপোক্ত হয়নি।

অতীতের তুলনায় বর্তমানে তথ্য প্রবাহ অনেক বেশি জোরদার এবং সুগঠিত। বাংলাদেশের মিডিয়া তথা গণমাধ্যম, সমকালীন বিপর্যস্ত রোহিঙ্গা প্রসঙ্গে জোরালো ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু দৈনিক পত্রিকা, টেলিভিশনের সংবাদ ও সংবাদ ভাষ্য অথবা অনলাইন পত্রিকায় পরিবেশনগুলো চলমান ও অপস্রিয়মাণ। তাই সচেতন নাগরিক সমাজের প্রয়োজন একটি সমৃদ্ধ সূত্র, যেটা হাতের কাছে সব সময় থাকবে। এখানেই একটি মুদ্রিত বইয়ের উপকারিতা। *'নাফ নদীর ওপারে'* নামের বইটি- এই মুহূর্তে এবং ভবিষ্যতে রোহিঙ্গা বিপর্যয় প্রসঙ্গে যে আগ্রহী ও ক্ষুধার্ত মনের চাহিদা মিটাবে।

লেখক আসাদ পারভেজ বয়সে তরুণ। তারণ্যের সুবিধাগুলো তথা Adventage তিনি পুরোপুরি ভোগ করেন। অনুসন্ধিৎসু মন, শারীরিক পরিশ্রমের সামর্থ্য, কিছু একটা করার আগ্রহ তার মধ্যে পুরাই বিদ্যমান।

তার লেখা বই *প্যালেস্টাইনের বুকে ইজরাইল ও বাংলাদেশের সীমানায় প্রত্যেকেই আমরা বাংলাদেশি বাঙ্গালি* ইতোমধ্যেই পাঠক প্রিয়তা পেয়েছে। এই সাফল্য আসাদ পারভেজকে অনুপ্রাণিত করেছে রোহিঙ্গাদের নিয়ে এই বইটি উপস্থাপন করতে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই বইটিও পাঠক প্রিয় এবং উপকারী হবে।

আমি নিজে যেহেতু বিষয়টিতে আগ্রহী, সেহেতু এই বইটির প্রতি আমার আগ্রহ আছে। আশ্বস্ত হয়েই আমি খুশিমনে এই ভূমিকাটি লিখলাম।

সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম, বীর প্রতীক
মেজর জেনারেল (অব.)

সূচিপত্র

১.	রোহিঙ্গা-পটভূমি’	১৫
২.	আরাকানের পরিচিতি	২১
৩.	আরাকান নামের উৎপত্তি	৫১
৪.	আরাকানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	৫৫
৫.	আরাকানে মুসলমান আগমনের ইতিহাস	৭১
৬.	আরাকানের গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম এগার রাজার শাসনকাল	৯২
৭.	বাংলার স্বাধীন সুলতানি শাসক ও শাসনকাল	৯৪
৮.	মুসলিম শাসনের স্বরূপ: জাবুক শাহ ও সিকান্দার শাহ (১৫৩১-১৫৯৩)	৯৭
৯.	আরাকানে বর্মি শাসন ও পরাধীনতা	১১৫
১০.	পবিত্র আরাকানের দখলদার বর্মি সরকারের সাথে কোম্পানির দ্বন্দ্বের সূত্রপাত	১২৬
১১.	প্রথম এ্যাংলো-বার্মা যুদ্ধ	১৩১
১২.	দ্বিতীয় ইঙ্গ-বর্মি যুদ্ধ	১৩৭
১৩.	তৃতীয় এ্যাংলো-বার্মা যুদ্ধ	১৩৮
১৪.	আরাকানে ব্রিটিশ শাসন	১৪০
১৫.	ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ও বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদ	১৪৪
১৬.	ব্রিটিশ শাসনামলে বর্মি মুসলমানদের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড	১৪৬
১৭.	স্বাধীনতার পথে বার্মা (১৯৩৫-১৯৪৮), বার্মাতে ব্রিটিশদের ক্রমানুপাতিক ক্ষমতা হ্রাস	১৪৯
১৮.	বার্মার জাতীয়তাবাদী শক্তির জাপান বিরোধিতা	১৫৫
১৯.	বার্মায় মুসলিম সংঘসমূহের সাধারণ সংস্থা	১৫৮
২০.	বার্মায় মুসলিম কংগ্রেসের আত্মপ্রকাশ	১৬১

২১. ঐতিহাসিক প্যানলং সম্মেলনে বার্মার মুসলিম কংগ্রেসের অবদান ১৬৩
২২. ইউনিয়ন অব বার্মা ১৬৭
২৩. মুসলমানদের পক্ষে ঐতিহাসিক মামলা ১৭৮
২৪. নতুনরূপে বর্মি ক্ষমতায় উ-নু (সাবেক প্রধানমন্ত্রী) ১৮১
২৫. নতুনরূপে বর্মি ক্ষমতায় জেনারেল নে-উইন ১৮৩
২৬. বাংলাদেশের জন্ম ও আরাকানি মুসলমান ১৮৯
২৭. প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাসনামলের বাংলাদেশ ও নে-উইনের ২৮. অধীনে আরাকানি মুসলমান ১৯৩
২৯. ১৯৮২ সনে নাগরিকত্ব আইনের খড়্গ ১৯৯
৩০. শরণার্থীর সংজ্ঞা ২০৪
৩১. ১৯৮২ সনে আরাকানের মুসলমানদের সচেতনতা ২০৮
৩২. ১৯৮২-এর নাগরিকত্ব আইন পরবর্তী আরাকান (ক্ষমতার পালাবদলে রোষের শিকার রোহিঙ্গা জাতি) ২০৯
৩৩. রোহিঙ্গা ইস্যু : ২০১২ ২২৯
৩৪. রোহিঙ্গা ২৪২
৩৫. রোহিঙ্গা সংকট- ২০১৭ ২৪৫
৩৬. শেখ হাসিনা সরকার ও রোহিঙ্গা সংকট-২০১৭ ২৬০
৩৭. রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে বিএনপি ও খালেদা জিয়ার কার্যক্রম ২৬৩
৩৮. রোহিঙ্গা ইস্যুতে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মহলের তৎপরতা: ২৬৬
৩৯. রোহিঙ্গা ইস্যুতে তুরস্কের ফার্স্ট লেডির কার্যক্রম ২৬৯
৪০. রোহিঙ্গা সমস্যা ও প্রত্যাবাসন প্রসঙ্গে কথিত চুক্তির নামে অ্যারেঞ্জমেন্ট ২৮৩

‘রোহিঙ্গা-পটভূমি’

১৭৮৪ সালের ডিসেম্বর ৩১ তারিখের পূর্বে, স্বাধীন আরাকানে নম্র-ভদ্র, নিরিবিলি নির্জনবাসী, সুখী ও শক্তিশালী এক জাতি ছিল; আদিবাসী রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী। উন্নত বীর সেই রোহিঙ্গা জাতি কী পরিমাণ অমানবিক নির্যাতন, লুণ্ঠন, নিষ্ঠুরতম আঘাত এবং বহু সংকট ও সমস্যার মধ্য দিয়ে প্রত্যেকটি দিন পার করছে, সেটা গোটা বিশ্ব আজ কমবেশি অবগত হয়েছে। স্বাধীন আরাকান আজ মিয়ানমার (সাবেক বার্মা)’র অধীন রাখাইন নামে পরাধীন। আরাকান আজ রাখাইন। বার্মা (মিয়ানমার) কেড়ে নিয়েছে তার স্বাধীনতা ও সুখী জীবন। আমাদের প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমারের আরাকান (রাখাইন) প্রদেশে সরকার ও তার মদদপুষ্ঠ সেনাবাহিনী এবং বৌদ্ধ জনগণ দ্বারা পরিকল্পিতভাবে আদিবাসী রোহিঙ্গা মুসলিম যে পরিমাণ নিধন চলছে, তা যে জাতিগত নিধন (Ethnic Cleansing) বা গণহত্যা (Genocide) আন্তর্জাতিক সকল মানবাধিকার সংগঠন এবং জাতিসংঘের তা নিয়ে কোনো প্রকার সন্দেহ আজ আর নেই।

ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে একজন মানব সন্তান হয়ে মানবতা, শান্তি ও অহিংসার মানদণ্ডে দাঁড়িয়ে বলতে হয়- মিয়ানমারের আরাকান প্রদেশের রোহিঙ্গা মুসলমানদের ওপর সরকারের মদদে যে নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞ চলছে, তার জন্য বিশ্ব বিবেক আজ মানবতার কাছে অত্যন্ত লজ্জিত, ভারাক্রান্ত ও ব্যথিত। রোহিঙ্গা বিষয়ক যাবতীয় সমস্যা মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ বিষয় হলেও রোহিঙ্গা জাতির নাগরিকত্ব ও তাদের ওপর চলমান নির্যাতন বিষয়টি মানবাধিকার লঙ্ঘনের সাথে জড়িত। বিষয়টি ধর্মীয় ও মানবতার উভয় দিক থেকেই প্রশ্নবিদ্ধ।

অন্বেষণে থাকা ব্যক্তির ১০টি নীতি বাক্যের বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে ব্যক্তি কেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠিত ধর্ম হলো; বৌদ্ধ ধর্ম। এ নীতি বাক্যসংবলিত ধর্মের প্রবর্তক মহামতি গৌতম বুদ্ধ বলেছেন, ‘জগতের সকল প্রাণী সুখী হউক’। বৌদ্ধদের পঞ্চশীলের প্রথমশীল হলো; প্রাণী হত্যা থেকে বিরত থাকা। কিন্তু বৌদ্ধ শাসিত মিয়ানমারের আজকের আচরণে শুধু রোহিঙ্গা মুসলিম জাতির নিয়ন্ত্রক মহান আল্লাহই অসন্তুষ্ট না বরং বিশ্ববিবেক দ্বিখণ্ডিত। গৌতম বুদ্ধ যদি আজ বেঁচে থাকতেন, আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, মিয়ানমারের বৌদ্ধ জাতির উগ্র আচরণে তিনি লজ্জায় আত্মহত্যার পথ খুঁজে পেতেন না। তিনি হয়তো বলতেন: এরা বৌদ্ধ না; এরা উম্মাদ ও বিবেকহীন মানুষ। মিয়ানমারের এই আচরণ সমগ্র বিশ্বের বৌদ্ধদের জন্য চরম লজ্জার।